দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 04 AUG 2007

পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের একাউন্ট জব্দ

কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধের পথে

দাতাদের মধ্যে আতংকে হাজার হাজার মাদ্রাসা মক্তব ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান আর্থিক সংকটে

ইনকিলাব রিপোর্ট : বিভিন্ন কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, মাদ্রাসা মক্তবসহ হাজার হাজার দাতব্য প্রতিষ্ঠান আর্থিক সংকটে পড়েছে। ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করার কারণে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট আর্থিক সংকটে পড়ে। এতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এ ট্রাস্ট থেকে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা। অন্যদিকে ভয়-আতঙ্ক ও অনুদানের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে এ আশঙ্কায় দাতারা মাদ্রাসা, মক্তবসহ পৃঃ ২ঃ কঃ ১

কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর আগের মতো সাহায্য দিচ্ছে না। ফলে সম্পূর্ণ ব্যক্তি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল মাদ্রাসা ও মক্তবের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও ২১-এর গ্রেনেড ভিকটিম কল্যাণ তহবিল ব্যাংকে একাউন্ট জব্দ করার নির্দেশ দেয়ায় কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে গ্রেনেড হামলায় আহত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের চিকিৎসা। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের অর্থনৈতিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাও বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যেতে পারে টুঙ্গিপাড়ায় শেখ সাহেরা খাতুন হাসপাতাল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হতে পরিচালিত হয় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও শেখ সাহেরা খাতুন হাসপাতাল। তবে এ ট্রাস্টের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করার নির্দেশে সবচে' বেশী অসুবিধায় পড়বে বিভিন্ন স্তরে অধ্যয়নরত সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী। এরা এ ট্রাস্ট থেকে ১৫শ' থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিকহারে বৃত্তি পেয়ে থাকে। এ বৃত্তির টাকা দিয়েই তাদের পড়াশুনা চলে। অধিকাংশ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরই উপার্জনক্ষম অভিভাবক বেঁচে নেই। কেউ মুক্তিযুদ্ধে অথবা বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসীদের হাতে শহীদ হয়েছেন। বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত খুলনাঞ্চলের তিন সাংবাদিকদের পুত্র-কন্যারাও এ ট্রাস্ট থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকেন। তিন নিহত সাংবাদিক হলেন সংবাদের খুলনা প্রতিনিধি, জনকণ্ঠের যশোর প্রতিনিধি শামসুর রহমান কেবল এবং পূর্বাঞ্চলের চীফ রিপোর্টার হারুণ-অর-রশীদ খোকন।

জানা গেছে, ১৯৯৪ সালের ১২ এপ্রিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এ ট্রাস্টের সভাপতি। তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা সহ-সভাপতি। বঙ্গবন্ধুর বোন শেখ আছিয়া খাতুন, আমেনা সেরনিয়াবাত, শেখ খাদেজা হোসেন, ছোট ভাইয়ের স্ত্রী রাফিয়া নাসের, শেখ হাসিনার খালা জিন্নাতুন নেছা ও বিশিষ্ট কবি বেগম বেগম সুফিয়া কামাল ট্রাস্টের সদস্য। এদের মধ্যে শেখ আছিয়া খাতুন, কবি সুফিয়া খাতুন ও আমেনা সেরনিয়াবাত মারা গেছেন। এ ছাড়া সদস্য তালিকায় আরো রয়েছেন শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া, শেখ রেহানার স্বামী ড. শফিক সিদ্দিকী, নূরে আলম চৌধুরী লিটন, বিচারপতি কেএম সোবহান, এ এম রফিক। অবঃ সৈনিক গাজী উল হক এ ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ ও বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে চাচাত ভাই হাফিজুর রহমান টোকন সদস্য সচিব। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ট্রাস্টটি বিভিন্ন জনহিতকর কাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দিয়ে আসছে।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ীর মালিক হন তার দু'কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। ঢাকায় তাদের কোনো বাড়ী না থাকা সত্ত্বেও তারা এ বাড়ীটি ট্রাস্টের কাছে দিয়ে দেন এবং বাড়ীটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জাদুঘর করা হয়। প্রতিদিন শত শত মানুষ এ জাদুঘরটি পরিদর্শন করে। জাদুঘরের আয় এবং বিভিন্ন সময়ে সরকারের অনুদান, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তি বর্গের দেয়া অর্থ সাহায্যে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টটি পরিচালিত হতো। তবে এ ট্রাস্টে বিগত সরকার কোনো অর্থ সাহায্য দেয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ছাড়াও বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে নিয়মিত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের উপর সেমিনার, বঙ্গবন্ধুর পিতা-মাতার রূহের মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন, মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল, ক্রীড়াবিদ সুলতানা কামাল এবং শেখ রাসেলের নামে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের তহবিল থেকে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মধ্যে চরম অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে। গত ৩১ জুলাই স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসীতে অধ্যয়নরত শামীম আহমেদ নিজেকে একজন ভুক্তভোগি দাবী করে জানান, তার বাড়ী নীলফামারী জেলায়। ২০০৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সে জিপিএ-৫ পায়। ছাত্রলীগ আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও ট্রাস্টের সভাপতি শেখ হাসিনার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। আর্থিক সংকটের কথা জানালে তিনি শামীমের পড়াশুনার দায়িত্ব নেন এবং বঙ্গবন্ধু ট্রাস্ট থেকে তাকে নিয়মিত বৃত্তি দেয়া হত। কিন্তু শেখ হাসিনা গ্রেফতারের পর শামীম আহমেদ আর টাকা পাচ্ছে না। ঢাকায় অবস্থান ও পড়াশুনা চালানো এখন তার জন্য আর সম্ভব হচ্ছে না। শামীম বিশেষ জেলে গত মঙ্গলবার শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কিন্তু পুলিশ তাকে সাক্ষাৎ করতে দেয়নি। কয়েক ঘণ্টা জেল গেটে থেকে শামীম কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়।

শামীমের মতো একই অবস্থা খুলনার পূর্বাঞ্চল পত্রিকার শহীদ সাংবাদিক হারুন অর রশীদ খোকনের দুই কন্যা ও এক পুত্রের। এদের পড়াশুনা চলত বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের টাকায়। খোকনের দুই মেয়ে শাহীনাতুল হারুন বিএল কলেজে ডিগ্রি এবং শাহানাতুল হারুন এইচএসসি পড়ছে। একমাত্র ছেলে সাগর পড়ছে দশম শ্রেণীতে। এরা ২০০২ সালের জুন থেকে এ ট্রাস্টের কাছ থেকে মাসিক দুই হাজার টাকা পেত। গত দেড় মাস হল আর পাচ্ছে না।

গতকাল শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী ড. হাসান মাহমুদ জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করায় ১২শ' ছাত্র-ছাত্রীর বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে। এতে তাদের পড়াশুনা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি বলেন, আমরা আশা করি সরকার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

বেসরকারী মাদ্রাসা এতিমখানা মক্তব

ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই এদেশে শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত দেশের কওমী মাদ্রাসা, আলিয়া নেছাবের মাদ্রাসা, মক্তব এবং এতিমখানাসমূহ। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে অথবা ব্যক্তি উদ্যোগে দেশের আনাচে-কানাচে হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসা, এতিমখানা, মক্তব গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আবহমানকাল ধরে সাক্ষরতা এবং ইসলামী শিক্ষার ধারা চলে আসছে। বিগত দুই দশক থেকে পর্যায়ক্রমে আংশিক আধুনিক শিক্ষার বিষয়বস্তুর উপরও শিক্ষাদান চলছে উল্লিখিত মাদ্রাসা, মক্তব এবং এতিমখানাসমূহে। শুধু তাই নয়, ২/৪টি সরকারী আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসা বাদে কওমী মাদ্রাসা ও এতিমখানার ন্যায় দেশের হাজার হাজার আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের দান করা জমিতে ও স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে এবং তাদের অর্থ সহায়তায় অথবা ব্যক্তি উদ্যোগে। পরবর্তীতে আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসার একাংশ সরকারী এমপিওভুক্ত হয়ে সরকারী বেতনের অংশ পেয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এমপিওভুক্ত নয় এবং মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্তও নয় এমন শত শত আলিয়া নেছাবের মাদ্রাসা স্থানীয় জনগণের আর্থিক সহায়তায় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে।

জনগণ এবং ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কওমী মাদ্রাসা, এতিমখানা এবং আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসাসমূহ প্রতিষ্ঠায় সরকারের কোন প্রকার ভূমিকা নেই। জনগণের উদ্যোগে তাদের আর্থিক সহায়তা এবং দানের মাধ্যমে পরিচালিত উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। সারাদেশে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কত এরূপ কোন তথ্যও সরকারের কাছে অথবা বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওদের কাছে নেই। অসমর্থিত সূত্রে দেশের প্রতি ইউনিয়নে এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ৪টি। লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা নতুন নতুন গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। অনেকে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয়ে জীবিকা অর্জন করছে। আবহমানকাল থেকে স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক সহায়তা এবং দানের মাধ্যমে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে এলেও উক্ত সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ধারাবাহিকতায় ব্যত্যয় ঘটেছে জোট সরকারের আমলে সরকারের অংশীদার জামায়াতে ইসলামীর অবৈধ হস্তক্ষেপ এবং দলীয়করণ নীতির কারণে। এর সাথে যোগ হয়েছে বর্তমান সরকারের দুর্নীতি দমন অভিযানের পরোক্ষ প্রভাব। বর্তমান সরকারের দুর্নীতি দমন অভিযানের ফলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও রাজনীতিবিদদের দানে ভাটা পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দান অথবা আর্থিক সহায়তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠান পরিচালকগণ, মাদ্রাসা, এতিমখানার লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর খানা সরবরাহ, শিক্ষক বেতন প্রদান দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। যৌথবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারের ভয়ে দাতারা এসব প্রতিষ্ঠানে দান-অনুদান প্রদান বন্ধ করে দিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষাও এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। অর্থাভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হলে হাজার হাজার শিক্ষক তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম সংকটে নিপতিত হবে। আর তখন এক্ষেত্রে এত বিশাল জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার কারণে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বার্থে সরকারকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভেবে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।